কোভিড-১৯: আগাম ১৫ লাখ কবর খুঁড়ে রাখছে দ. আফ্রিকা

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশে শীর্ষে আছে দেশটি। আলজাজিরার প্রতিবেদন বলছে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় আগাম কবর খুঁড়ে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। গাওতেং প্রদেশেই এসব কবর খোঁড়া হচ্ছে। দেশটিতে করোনার সবচেয়ে বড় হট স্পট এই প্রদেশ।

গাওতেং কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্বে এসব কবর খুঁড়ছে। অন্তত ১৫ লাখ কবর খোঁড়ার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য ডা. বান্দিলে মাসুকু জানান, এটি অস্বস্তিকর একটি সিদ্ধান্ত। এখন জনসাধারণের দায়িত্ব, এসব কবরের যাতে প্রয়োজন না হয়।

রাজধানী প্রেতোরিয়া এবং দেশটির সবচেয়ে বড় শহর জোহান্সবার্গ গাওতেং প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। জোহান্সবার্গ এই অঞ্চলের রাজধানী।
গাওতেংয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৭১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, যা দেশের মোট আক্রান্তের ৩৩ শতাংশ।

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস দক্ষিণ আফ্রিকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে। এরইমধ্যে দুই লাখ ১৫ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। এর মধ্যে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে মারা গেছেন ৩ হাজার ৬০২ জন।

‘চীন আরেকটি আমেরিকা হতে পারবে

না, হবে না’

চীনের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক ওয়াং ই বলেছেন, ১৯৭৯ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে তার দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এখন সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু দুই দেশ ফের সঠিক ধারায় ফিরে আসতে পারবে।

তিনি বলেন, চীন কখনো আরেকটি আমেরিকা হতে পারবে না; হবে না।

নিজ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা স্টেট কাউন্সিলর ওয়াংলি বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায় খুঁজে বের করা এবং পরস্পরের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা উচিত।-খবর রয়টার্সের

করোনা মহামারী ও ব্রিটেনের সাবেক উপনিবেশ হংকংয়ে চীনের পদক্ষেপ নিয়ে বর্তমানে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে বেইজিং ও ওয়াশিংটন। এছাড়া বাণিজ্য বিতর্ক, তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর নিয়েও দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে।

১৯৫০-এর দশকে এক মার্কিন সিনেটরের উৎসাহে কমিউনিস্টবিরোধী ধরপাকড়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, চীনের প্রতি বর্তমান মার্কিন নীতি কৌশলগত ভুল ধারনার ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে। যার সত্যিকার অর্থে কোনো ভিত্তি নেই। যা আবেগের পূর্ণ বিস্ফোরণ ও ম্যাকার্থিবাদী বিদ্বেষ।

কোনো প্রমাণ ছাড়াই সহিংসতা ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনাই হল ম্যাকার্থিবাদ। সাবেক মার্কিন সিনেটর জোসেফ ম্যাকার্থির কাছ থেকেই এই মতবাদ এসেছে।

১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক নিপীড়ন চলে।

তখন মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমিউনিস্ট প্রভাব ও সোভিয়েত এজেন্টদের গুপ্তচরবৃত্তির আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদের সম্ভাব্য উত্থানের এই আতঙ্ককে রেড স্কেয়ার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেন, বিশ্বের উচিত

হবে না চীনকে তর্জন-গর্জনের অনুমতি দেয়া। এসময় তিনি ভিয়েতনাম, জাপান ও ভারতের সঙ্গে চীনের ভূখণ্ডগত বিরোধকে সামনে নিয়ে আসেন।

ওয়াং বলেন, দুই দেশের পরস্পরের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন চাওয়া উচিত হবে না। চীন কখনোই আরেকটি আমেরিকা হবে না, হতে পারবে না। চীনের সঙ্গে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা খাপ খাইয়ে গেছে এবং এ দেশের লোকজনের তা পছন্দ।

কাজেই চীনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আরও নিরপেক্ষ বোঝাপাড়া তৈরি করবে বলে আশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, যেটা হবে আরও যৌক্তিক ও নিরপেক্ষ চায়না নীতি। সূত্র-যুগান্তর

ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা হার্ভার্ড-এমআইটির

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশি শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস করতে পারবেন না বলে ট্রাম্প প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার প্রতিবাদ জানিয়েছে দেশটির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান দুটি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে। বুধবার বোস্টন ফেডারেল আদালতে এই মামলা করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ এ আইন যাতে বাস্তবায়ন করতে না পারে, সে জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন জানানো হয়েছে মামলার আর্জিতে। এতে বলা হয়েছে- মার্কিন সরকার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করেছে। কারণ সরকারি কর্মকর্তারা এই আইন বাস্তবায়নের যৌক্তিক কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। পাশাপাশি জনগণকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে দেয়া হয়নি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও এমআইটির মামলা প্রসঙ্গে মার্কিন সরকারি কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি। সুত্র-যুগান্তর

[redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted]: [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দিয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, কুয়েতে বসবাসকারী ভারতীয়দের সংখ্যা কখনওই দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের বেশি যেন না হয়।

এই বিল অনুমোদিত হলে কুয়েতে কর্মসূত্রে রয়েছেন এমন কমপক্ষে সাত লক্ষ ভারতীয় বাধ্য হবেন কুয়েত ছাড়তে। কুয়েতে রয়েছেন ১৪.৫ লক্ষ ভারতীয়। ফলে এই বিল অনুমোদিত হয়ে গেলেই ওই ১৪.৫ লক্ষের মধ্যে সাত লক্ষ ভারতীয়কে কুয়েত ছাড়তেই হবে। এই সব ভারতীয়রা কেউ কুয়েতের বিভিন্ন হোটেলে কাজ করেন। কেউ কেউ বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি বা আন্তর্জাতিক ব্যাংকে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেকেই কুয়েতে অসংগঠিত ক্ষেত্রেও কাজ করেন। যেমন নির্মাণশিল্প থেকে শুরু করে আরও অনেক।

কুয়েতে এতদিন স্থানীয় স্তরে সস্তার শ্রমিক পাওয়া যেত না। যেটা বিদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের ব্যবহার করলে অনেক সস্তা হত। তাই তাদের কাজে ব্যবহার করা হত। অনেক কষ্টে কুয়েতে থেকে, সামান্য অর্থ বাড়িতে পাঠাতেন কর্মীরা। এবার সেই রাস্তাও বন্ধ হতে চলেছে। একদিকে আমেরিকা এইচওয়ানবি ভিসা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে নতুন করে ভারতীয়রা আর সেখানে গিয়ে কাজ করতে পারবেন না। এবার যদি কুয়েত থেকে বিতাড়িত হতে হয়, তাহলে ভারতে এসে পড়বে আরও শ্রমশক্তি। তাদের চাকরি কোথায় হবে? এ নিয়ে নতুন সংকটে পড়তে যাচ্ছে মোদি সরকার। সূত্র- নিউজ এইটটিন।

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি যুবক নিহত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আবদুল্লাহ আল নোমান (২৪) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত যুবকের বাড়ি ফেনী সদর উপজেলার কালিদহ ইউনিয়নের হাজীরবাজার সংলগ্ন গোবিন্দপুর গ্রামে।

শনিবার রাতে কোম্পানির গাড়িতে করে রাজধানী রিয়াদ থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে জিজান শহরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। পরে রবিবার স্থানীয় সময় রাতে কোম্পানির পক্ষ থেকে নোমানের মৃত্যুর বিষয়টি তার মামা সৌদি প্রবাসী আবদুল আউয়াল

খোকনকে জানানো হয়।

গণমাধ্যমকে আবদুল আউয়াল খোকন জানান, শনিবার রাতে দুর্ঘটনার পর নোমানের খোঁজ মিলছিল না। রবিবার দিনভর বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ নেয়ার পর সন্ধ্যায় কোম্পানির লোকেরা একটি হাসপাতালে তার মরদেহ শনাক্ত করেন।

তিনি আরও জানান, ওই গাড়িতে নোমানের সঙ্গে ড্রাইভার এবং আরও দুজন ছিলেন। ড্রাইভার ছাড়া বাকি দুজনও নিহত হয়েছেন বলে খবর মিলেছে, তাদের বাড়ি চাঁদপুরে বলেও শোনা গেছে। আর ড্রাইভারও মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসাধীন।

গোবিন্দপুরের সেলিম-ফাতেমা দম্পতির তিন ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে নোমান ছিলেন দ্বিতীয়। ভাগ্যবদলের আশায় বছর দেড়েক আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বাড়ছে উত্তেজনা, পাকিস্তানকে অস্ত্রবাহী ড্রোন দিচ্ছে চীন

ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। লাদাখ সীমান্তে গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সতর্ক অবস্থানে আছে দুই দেশের সেনারা। এরইমধ্যে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে পাকিস্তান। আর তার নেপথ্য বেইজিং।

ইসলামাবাদকে চারটি অস্ত্রবাহী ড্রোন দিচ্ছে চীন। বলা হচ্ছে, চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর ও গোদার বন্দরে নজর রাখতে এই ড্রোনগুলো ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এর পিছনে অন্য উদ্দেশ্য দেখছে বিশেষজ্ঞ মহল।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, গোদার বন্দরে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে চীনা নৌবাহিনী। এদিকে বেইজিংকে পাল্টা চাপে রাখতে প্রস্তুত ভারতও। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অত্যাধুনিক ড্রোন কিনতে আলোচনা শুরু

হয়ে গেছে। ফলে উপমহাদেশীয় অঞ্চলে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বাড়ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, বেইজিং পাকিস্তান সেনার হাতে দুটি ড্রোন সিস্টেম তুলে দিচ্ছে। প্রতিটিতে দুটি ড্রোন ও একটি করে গ্রাউন্ড স্টেশন আছে। ড্রোনগুলো উইং লুং টু- এর অত্যাধুনিক রূপ। পাকিস্তানের সেনার ব্যবহারের জন্য এই ড্রোন তৈরি করা হচ্ছে।

উইং লুং টু আদপে অস্ত্রবাহী ড্রোন, যা একসঙ্েগো ১২টি ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে পারে। পাশাপাশি অনেক উঁচু থেকে নজরদারি চালাতেও ওস্তাদ উইং লুং টু। এশিয়ার বহু দেশে এই ড্রোন বিক্রি করেছে বেইজিং।

এবার সেই তালিকায় পাকিস্তানের নাম জুড়তে চলেছে। ভারত-চীন উত্তেজনার মাঝেই পাকিস্তানের হাতে এই অস্ত্র আসায় কিছুটা হলেও চিন্তিত ভারত।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ফেসবুকের বিকল্প ‘এলিমেন্টস’ অ্যাপ চালু ভারতে

চীনের সঙ্গে সংঘাত শুরুর পর টিকটকসহ ৫৯টি চীনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছিল ভারত। এবার ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প হিসেবে এলিমেন্টস (Elyments) নামে একটি অ্যাপের উদ্বোধন করা হয়েছে ভারতে। রবিবার এক ভার্চুয়াল সভায় দেশটির উপ-রাষ্ট্রপতি ভেংকাইয়া নাইডু ওই অ্যাপের উদ্বোধন করেন।

এলিমেন্টসকে বলা হচ্ছে ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় ‘সোশ্যাল মিডিয়া সুপার অ্যাপ’। এক হাজারেরও বেশি ইঞ্জিনিয়ার মিলে এই অ্যাপটি তৈরি করেছেন। মোট আটটি ভারতীয় ভাষায় অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে।

গুগল প্লে স্টোর এব অ্যাপেল স্টোর থেকে এলিমেন্টস অ্যাপ

ডাউনলোড করে নিতে হবে। ইতিমধ্যেই এক লাখের বেশি মানুষ অ্যাপটি লাউনলোড করেছেন। এই অ্যাপের মাধ্যমেও ফেসবুকের মতোই বন্ধু- পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাবে। নানা আকর্ষণীয় ফিচারও আছে। ক্যামেরায় থাকছে ইন-বিল্ড ফিল্টার ও অগমেন্টেড রিয়ালিটি ফিগার। চ্যাটিংও থাকছে। মিলবে খবরের সমস্ত আপডেট। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পরিচয় মিলেছে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আটক সশস্ত্র সেনার

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও গভর্নর জেনারেল জুলি পায়েটের বাসভবনের কাছ থেকে এক সশস্ত্র সেনা সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত ৪৬ বছর বয়সী সেনাবাহিনীর ওই সদস্যের নাম কোরি হুরেন। শুক্রবার বিকালে টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে তাকে আদালতে হাজির করা হয়।

তবে সশস্ত্র ওই সেনা সদস্য কেন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন তা এখনও জানা যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বাসভবনের সদর দরজার ২০০ মিটারেরও কাছ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আরসিএমপি আরও জানিয়েছে, শুক্রবার হুরেনের সঙ্গে কমপক্ষে একটি বন্দুকসহ বেশ কয়েকটি অস্ত্র ছিল।

হুরেনের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ বন্দুক রাখা, আগ্নেয়াস্ত্র সংরক্ষণ এবং বিপজ্জনক উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র রাখাসহ ২২টি অভিযোগ আনা হয়েছে।

ফোনে সংক্ষিপ্ত আদালতের উপস্থিতিতে হুরেন তার পুরো নাম এবং জন্ম তারিখ শান্তভাবে বলেছেন।

তার আইনজীবী মাইকেল ডেভিস মামলাটি ১৭ জুলাই পর্যন্ত স্থগিতের জন্য বলেছেন। সহকারি ক্রাউন অ্যাটর্নি মেঘান কানিংহাম ক্রাউন হুরেনকে মুক্তি দেয়ার বিরোধিতা করেছেন।

ঘটরার সময় ট্রুডো বা তার পরিবার কেউই তাদের রিদাউয়ের বাড়িতে ছিলেন না। গভর্নর জেনারেল জুলি পায়েতও রিদাউ হলে ছিলেন না।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো শুক্রবার বলেছেন, কেউই এ ধরনের ঘটনা প্রত্যাশা করেন না। সতর্কতার জন্য তিনি তার নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এক বিবৃতিতে কানাডার সশস্ত্র বাহিনী বলেছে, হুরেন চতুর্থ রেঞ্জের পেট্রোল গ্রুপের একজন মাস্টার কর্পোরাল। কোভিড -১৯ মহামারীর সময় তিনি অস্থায়ীভাবে পূর্ণকালীন ডিউটিতে রিজার্ভ ছিলেন।

তবে গ্রেফতারের সময় তিনি সিএএফের কোনও সামরিক কাজে ছিলেন না। তিনি কমান্ডারের কমান্ড না জেনে নিজের ইচ্ছামতো অটোয়ায় যাত্রা করেছিলেন।

উল্লেখ্য, সন্দেহভাজন কোরি হুরেন বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় একটি গাড়ি নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঢুকে পড়েন। তিনি গাড়ি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও গভর্নর জেনারেলের সরকারি বাসভবনের দিকে যেতে থাকেন।

একপর্যায়ে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে তিনি পায়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকেন। কোনো ধরনের অঘটন ছাড়াই তাকে ধরে ফেলে টহল পুলিশ। সূত্র-যুগান্তর